শুভ - কিছু শুনতে পান? দেখতে পান কিছু?

জন মার্টিন
প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী

(তানভির আহমেদ একজন মনস্তত্ত্ববিদ। উনি শুভ নামেও পরিচিত। মানসিক রোগ আর সাংবাদিকতা করে নন্দিত এবং নিন্দিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের জাহাজ শিল্প নিয়ে উনার একটি ডকুমেন্টারী দেখেছি। এই লেখাটির ভাবনা সেখান থেকে শুরু)

প্রিয় শুভ,

আপনাকে প্রিয় বলে সম্বোধন করলাম। কারণ আপনার কাজগুলো আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি। আপনি ভীষণ গুনী মানুষ। আমি কি আপনাকে হিংসা করি? আপনাকে হিংসা করলে আমারই লাভ। কারণ আপনাকে ভালো কিছু গুনের জন্য আমি হিংসা করছি। অতএব আপনাকে ছুঁতে হলে আমাকে ও যে সেই গুনগুলো দখলে আনতে হবে। আমরা প্রবাসে যখন এই অভিবাসনের দৌড়ে ব্যস্ত, ব্যস্ত নিজের পরিচয় খুঁজতে, আর তাই করতে গিয়ে একজন আরেকজনের দুর্নাম, পিছু টানাটানি, কাদা ছুড়াছুড়ি, দলাদলি, দল ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে ব্যস্ত, আপনি তখন দিব্বি আমাদের এই বাঙালি পরিমন্ডলের বাইরে গিয়ে নিজের জায়গা নিজে তৈরী করে নিলেন। আপনি এখন পরিচিত অস্ট্রেলিয়ান মুখ। এই দেশের সাধারণ মানুষ যেমন আপনাকে চিনে, তেমনি আপনি আপনার জায়গাটা বেশ শক্ত করে তৈরী করেছেন মিডিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে। আপনি ডিক স্মিথ কে নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছেন। উনি একজন প্রভাবশালী লোক, যেমন প্রভাবশালী চ্যানেল ৭- আপনি তাদেরকে ও বাংলাদেশ নিয়ে বেশ কিছু ডকুমেন্টারী করেছেন। কেউ কেউ আপনার এই কাজগুলো পছন্দ করেনি। কারণ আপনি নাকি আমাদের দেশটাকে ভুল ভাবে দেখাচ্ছেন। আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। আপনার সাথে বাংলাদেশের মাটি আর মানুষই শুধু কথা বলে না। আপনার শৈশব আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আপনি সেই ইশারা এড়িয়ে যাবেন সেই শক্তি আপনার নেই। আমাদের কারোর নেই। সেই কারণেই আমরা যেখানেই যাই না কেন - ভুলি না আমার দেশের কথা। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আর আপনার কিছু কাজ দেখে আমি সেই শক্তিটি আপনার মাঝে দেখতে পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম সেই কবে দেশ ছেড়েছেন, বোধহয় দেশের জন্য আপনার প্রাণ তেমন কাঁদে না। উহু, আপনি আমাকে ভুল প্রমান করেছেন। আর তাই আপনাকে সরাসরি এই চিঠিটা লিখছি।

এত অন্ধকারের মাঝেও বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা অনেকবার উচ্ছসিত হয়েছি। ক্রিকেটে বিজয়, নোবেল পুরস্কার আমাদের আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শাহবাগের ঘটনা যেন সোনার কাঠির স্পর্শে পুরো দেশকে জাগিয়ে দিয়েছে। দেশকে নিয়ে আমি এর আগে কখনো এত আশার স্বপ্ন দেখিনি। আমি অনুমান করছি আপনি ৭১ দেখেননি। কিন্তু ২০১৩ দেখলেন। আপনি কি ওদের কথা শুনতে পান? আপনি কি ওদের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেন? অনেকের মত আমিও সময়ে অসময়ে, কাজের ফাঁকে, কাজ বাদ দিয়ে পত্রিকা দেখি, ফেসবুক দেখি। জানতে চাই ওরা কি করছে? কি হচ্ছে এখন? আমরা রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আর কত দুরে আছি? আমার কি হয়েছে জানেন? এখন ফেসবুকে শাহবাগের খবর ছাড়া আর কিছু দেখতে ভালো লাগে না। প্রিয়জনের জন্মদিন, অসুস্ততার খবর পেলেও কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। বরং বিরক্ত লাগে। মনে হয় এত সময় কোথায়? আমি ধারণা করি আপনিও আপনার মত করে হয়ত শাহাবাগের খবর রাখছেন। আমি আরো অনুমান করি আপনার রক্তও কখনো কখনো লাফিয়ে উঠে। কিন্তু খেয়াল করুন যে শাহবাগের স্পন্দনে আপনার, আমার প্রাণ নেচে উঠে- তার বিরুদ্ধে বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলার মানুষের কোনো কমতি নেই। আমরা যেভাবে শাহবাগের চেতনাকে দেখছি, বিদেশী মিডিয়ারা সেই ভাবে দেখছে না। কেবল আমরা আন্দোলিত হলেই চলবেনা, আমাদের আবেগ দিয়ে অন্যকে ও আন্দোলিত করতে হবে। এটা ভীষণ কঠিন কাজ আর এর জন্য আপনার মত মানুষটাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াতে, রাজনৈতিক দলে আপনার যে প্রভাব- আপনি এগুলো আমাদের ধার দিন। শাহবাগকে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। আপনি চ্যানেল ৭ কে নিয়ে তো অনেক ডকুমেন্টারী করেছেন। অনেকের অভিযোগ আপনি আমাদের দেশটাকে দরিদ্র ভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে মানুষ যুদ্ধ করে প্রতিদিন, বেঁচে থাকার জন্য। এবার না হয় তাদের অভিযোগের জবাবটা দিয়ে দিন। এবার দেশটাকে আবার পরিচয় করিয়ে দিন 'প্রজন্মের দেশ' হিসাবে। যারা যুগে যুগে এই দেশটাকে পথ দেখিয়েছে এবং এখন দেশটাকে রাজাকার মুক্ত দেশ হিসাবে তৈরী করছে। এমন নান্দনিক ভাবে দ্রোহের গল্প , ঘৃণার কথা আর কোন জাতি বলেছে? আইন নিজের্ হাতে তুলে না নিয়ে কেবল আইনের বিচারের আশায় এই জাতি ৪২ বছর অপেক্ষা করেছে। এই গল্পগুলো যে বিশ্বের জানা দরকার।

আপনি একজন স্বনামধন্য মনস্তত্ববিদ। মানুষের মন নিয়ে কাজ করেন। আপনার জন্য এই লেখার সাথে একটি ছবি জুড়ে দিলাম। আপনাকে অনুরোধ এই ছবিটার দিকে ২ মিনিট তাকিয়ে থাকুন। এবার চোখ বন্ধ করুন। শুনতে পান ওরা কি বলছে? দেখতে পান ওই মোমবাতির আগুনে কি পুড়ছে ? আগুনের পরশমনিতে এই দেশ আবার পুণ্য হতে যাচ্ছে। সারা দেশের মোমবাতি প্রজ্জলন দেখে আমার চিখ ভিজে গেছে।। *মা তোর্ বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি* - আপনি কি আমাদের মত মায়ের কষ্টের মুখ দেখে চোখের জলে ভাসেন? আপনাকে লিখতে গিয়ে আমি টের পেলাম আমার চোখের কোণে দেশের জন্য ভালবাসা এক ফোটা জল হয়ে জমে আছে। আপনি টের পেয়েছেন? আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

এবার যে আপনার পালা। আপনি আপনার শক্তি দিয়ে সেই প্রভাবশালী মানুষ গুলোকে শাহবাগে নিয়ে যান। ওদেরকে দিয়ে এই দেশের মানুষদের দেখান আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিনা। আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছি। কারণ বাংলাদেশ ওদের জন্য নয়। আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ২৪ তারিখের একুশের মেলায়। আমি এবং আমার মত আরো অনেকে আপনার কাছ থেকে এই কথাটিই শুনতে চাইবে - আপনি আমাদের সহযোদ্ধা। আপনি আসবেন তো?